আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় অগ্নিকাণ্ডে তিনটি গরুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকরা ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক খামারির তিনটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। এতে প্রায় ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত খামারি।

জানা যায়, গতকাল বুধবার আনুমানিক বেলা ১টার দিকে রামদিয়া গ্রামের প্রবাসী ইমাদুল হকের বাড়ির গরুর খামারে আগুন লাগে। খামারির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন সৌদি আরবে প্রবাস জীবন কাটিয়ে কষ্টার্জিত অর্থ সঞ্চয় করে নিজ বাড়িতে ছোট পরিসরে গরুর খামার গড়ে তোলেন ইমাদুল হক। শুরুতে দুটি গরু দিয়ে খামার কার্যক্রম শুরু করলেও পরে সেখানে অস্ট্রেলিয়ান জাতের গরুসহ কয়েকটি গরু ছিল, যার মধ্যে কোরবানির জন্য প্রস্তুত একটি গরুও ছিল।

ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বাড়িতে চারদিকে তালা দেওয়া ছিল এবং কাজের মেয়ে ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। হঠাৎ গরুর ঘর থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। তবে ততক্ষণে দুইটি অস্ট্রেলিয়ান জাতের গরু আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে সেগুলোর মৃত্যু হয়। কোরবানির জন্য রাখা অপর গরুটি অল্পের জন্য রক্ষা পায় এবং বর্তমানে তুলনামূলক সুস্থ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগ হতে পারে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যান বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। প্রাথমিক তদন্তে আগুনের সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি ইমাদুল হক বলেন, প্রবাস জীবনের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা খামারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুত্বর আহত শ্রমিক আব্দুল মান্নান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আব্দুল মান্নান সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার আক্কাস আলীর ছেলে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে শহরের ফৌজদারি পাড়ায় বাপ্পী সরকার নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের টিন প্লাস্টিকের পাইপ লাগানোর ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের উচ্চভোল্টেজ সম্পন্ন মেইন লাইনের সাথে টিন বাধা তারের স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকা বার্ন ইউনিটে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রবাসী কাদের মিয়ার মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঝা গ্রামের প্রবাসী কাদের মিয়া মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার মালয়েশিয়ায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদের মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় প্রবাসজীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মরহুম কাদের মিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরের কোলাতে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলা গ্রামে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের সাথে বাকি বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ট্রোক করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত গাজিউর রহমান ডালিম (৫৫) ও অভিযুক্ত মুনজা রহমান (৪৫) একই গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দুই সহোদরের মধ্যে জমি ও বাড়ির জায়গা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বড় ভাই ডালিমের গলায় থাকা মাফলার ধরে টান দেন ছোট ভাই মুনজা। অপর প্রান্তে মাফলারের অংশ ধরে ছিলেন মুনজার স্ত্রী আনজেরা খাতুন। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন ডালিম।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে থানা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত মুনজা রহমান ও তার স্ত্রী আনজেরা খাতুন পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ময়নাতদন্ত না করে নিহত ডালিমের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে

উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই দিনে মেহেরপুরের দুই বিএনপি নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরে একই দিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার দুই বিএনপি নেতা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও মাইলমারী গ্রামের বাসিন্দা মফিজুর রহমান বাচ্চু এবং মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবরপাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ছমির উদ্দিন মোল্লা।

শনিবার রাতে পৃথক সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেন। তাদের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মরহুম মফিজুর রহমান বাচ্চু ও ছমির উদ্দিন মোল্লার রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

শোকবার্তায় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেত্রী

ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় তার অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই শোকের মুহূর্তে সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে কোরআন খতম শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের সমর্থকরাও অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করা হয়।